দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ......

রাবি হলে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ভাংচুর

রাজশাহী, ২৯ জুলাই, সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মুন্নুজান হল সংলগ্ন পুকুর পাড়ে ঐ হলের এক আবাসিক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শ' ছাত্রী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এর আগে তারা প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রশাসন ভবন ঘেরাও করে রাখে। অন্যদিকে এই ঘটনার জের ধরে শনিবার রাতে মুন্নুজান হলের আবাসিক ছাত্রীরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে হল প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ সময় উত্তেজিত ছাত্রীদের নিবৃত্ত করতে গিয়ে ৫ ছাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে রুনা (১৯) নামের এক ছাত্রীকে গুরুতর অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঘটনার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে হলের ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ প্রফেসর অমল কৃষ্ণ কর্মকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এদিকে ঐ হলের আবাসিক শিক্ষিকা হামিদা বানুকে ছাত্রীদের অশ্লীল বাক্যে কটূক্তি করার দায়ে বাধ্যতামূলক ছুটি এবং হলের গার্ড জিয়াকে দায়িত্বে অবহেলার জন্য ক্লোজ করা হয়েছে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ছাত্রীরা প্রশাসন ভবন ঘেরাও করে রাখে এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উপাচার্যকে একটি স্মারকলিপি দেয়। এ সময় উপাচার্য সাইদুর রহমান খান তাৎক্ষণিকভাবে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপিকা খানম মমতাজকে আহ্বায়ক করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সৈয়দ আমীর আলী হলের প্রাধ্যক্ষ ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর মোখলেসুর রহমান, মতিহার হলের প্রাধ্যক্ষ প্রফেসর চিত্তরঞ্জন মিশ্র ও মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক আযম শান্তনু। কমিটিকে অবিলম্বে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। ছাত্রীদের ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে হলের সকল পুরুষ কর্মকর্তাকর্মচারী অপসারণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, গেস্ট চার্জ বাতিল ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আবাসিক শিক্ষিকা হামিদা বানুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।